যায়যায়দিন

তারিখ 22 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

চট্টগ্রামে উপবৃত্তির টাকা লোপাট

ইসমত মর্জিদা ইতি চট্টগ্রাম

উপবৃত্তি বাবদ কয়েক কোটি টাকার কোনো হিসাব দেখাতে পারছে না চট্টগ্রাম প্রাথমিক জেলা শিক্ষা অফিস। একদিকে টাকা লোপাট হলেও অন্যদিকে উপবৃত্তি না পেয়ে ঝরে যাচ্ছে চট্টগ্রামের স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে উপবৃত্তির টাকা অভিভাবকরা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার কাজে লাগাচ্ছেন না। লাগাচ্ছেন সাংসারিক কাজে। ২০০৯ সালের এ চিত্র হলেও ২০১০ সালে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শতকরা ৪০ ভাগ উপবৃত্তি বিতরণের নিয়ম থাকলেও চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে ২০১০ সালের মে পর্যন্ত উপবৃত্তি বিতরণ হয়েছে গড়ে ২৮ ভাগ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শতকরা ৪০ ভাগ উপবৃত্তি বিতরণের নিয়ম। ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলায় ১০ হাজার ৯০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯৪। কিন্তু শতকরা ৪০ ভাগ হিসাবে উপবৃত্তির সুবিধায় আসছে মাত্র ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭ জন। শুধু ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৩৯ জন হলেও উপবৃত্তির সুবিধায় আসছে মাত্র ১ লাখ ৬২ হাজার ৬১৩ জন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ছয়টি অর্থবছরে উপবৃত্তির জন্য চট্টগ্রামের ১৪ উপজেলার স্কুলে উপবৃত্তির জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ ছিল ৮৮ কোটি ৯৩ লাখ ৪৪ হাজার ৮১৫ টাকা। কিন্তু বিতরণ হয়েছে ৮২ কোটি ৮০ লাখ ১৯ হাজার ৩০৩ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ৭ কোটি ২১ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিতরণ হয়েছে ৫ কোটি ৮ লাখ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৩ সালে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করে। মোট ১২৫৫টি ইউনিয়নে এ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনার ধারাবাহিকতায় সরকার গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প। উপবৃত্তি সংক্রান্ত ফোল্ডারে উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তি হার, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিশুশ্রম রোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করা। ফোল্ডারে উপবৃত্তির পরিমাণে উল্লেখ আছে, এক সন্তানের পরিবারে প্রতি মাসে ১০০ টাকা ও একাধিক সন্তানের পরিবারে প্রতি মাসে ১২৫ টাকা। উপবৃত্তি পাওয়ার শর্ত সম্পর্কে উল্লেখ আছে, প্রতি মাসের কর্মদিবসের কমপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ উপস্থিত থাকতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ নাম্বার থাকতে হবে। পরিদর্শনকালে কোনো বিদ্যালয়ে অনুকূল আবহাওয়ার দিনে স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত না থাকলে উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখার কথাও বলা আছে। আরো বলা আছে, দুস্থ, বিধবা মহিলা পরিবার, দিনমজুর পরিবার, অসচ্ছল পেশাজীবী পরিবার, ভূমিহীন পরিবারের ছেলেমেয়েরা উপবৃত্তির এখতিয়ারে আসবে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রী যাচাই-বাছাই ও সংরক্ষণ করবে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে নির্বাচিত করবে ম্যানেজিং কমিটি।

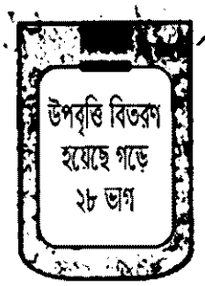

কিন্তু শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের অভিভাবকরা দরিদ্র হওয়ায় তাদের উপবৃত্তির জন্য ছাত্রছাত্রী বাছাই করতে নাজেহাল হতে হয়। তোপের মুখে পড়তে হয় অভিভাবকদের। হতে হয় বিতর্কিত। শিক্ষকরা আরো বলেছেন, স্কুল সিডিউল বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করা যায় না। বাধ্য হয়ে স্কুলে বসেই ফরমেট তৈরি করতে হয়। উপবৃত্তি প্রদানের হার বাড়ানো উচিত, না হয় পুরোটাই বন্ধ করা উচিত বলে জানান প্রাথমিক শিক্ষকরা।

এদিকে চট্টগ্রাম জেলায় মাত্র একজন উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার থাকায় সব উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে মনিটরিং সম্ভব হচ্ছে না। মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন না হলে উপবৃত্তির সুফল পাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অনেক প্রাথমিক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।